ভারেতের অর্থনীতির বিবর্তন

- **ভুমিকা**

ভারত যেহেতু এই বছর স্বাধীনতার 75 তম বছর উদযাপন করতে চলেছে , ভারতীয় অর্থনীতি যে পথ নিয়েছে এবং এই যাত্রা ভারতকে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছতে কীভাবে সাহায্য করেছে তা বিবেচনা করা প্রাসঙ্গিক। ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তনে উত্থান-পতন, অর্থনৈতিক সংকট দ্বি-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং এখন $5 ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হল বিগত ৭৪ বছরে ভারত যে আকাঙ্খার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা পূরণে সত্যিই কতটা অর্জন করেছে তা বিশ্লেষণ করা।

স্বাধীনতার সময় অর্থনীতির অবস্থা:

- ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে নির্মম **শোষণ** ভারতের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। ভারতের জনসংখ্যা ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের শিকার ছিল, বিশ্বের সর্বনিম্ন আয়ু ছিল, ব্যাপক অপুষ্টিতে ভুগছিল এবং মূলত নিরক্ষর ছিল। **কেমব্রিজ ইতিহাসবিদ অ্যাঙ্গাস ম্যাডিসনের কাজ** দেখায় যে বিশ্ব আয়ের ভারতের অংশ **1700 খ্রিস্টাব্দে 27% থেকে (ইউরোপের 23% অংশের তুলনায়) 1950 সালে 3% এ গিয়ে দাঁড়ায়।**

ভারতের অর্থনৈতিক মডেল: ব্যক্তি উদ্যোগের উপর রাজ্যের প্রাধান্য

- প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর উন্নয়ন মডেল একটি সর্বব্যাপী উদ্যোক্তা এবং ব্যক্তিগত ব্যবসার অর্থদাতা হিসাবে রাজ্যের একটি প্রভাবশালী ভূমিকার কল্পনা করেছিল। **1948 সালের শিল্প নীতি রেজোলিউশন একটি মিশ্র অর্থনীতির প্রস্তাব করেছিল।** এর আগে, **জেআরডি টাটা এবং জিডি বিড়লা সহ আট প্রভাবশালী শিল্পপতি** দ্বারা প্রস্তাবিত **বোম্বে প্ল্যান** , দেশীয় শিল্পগুলিকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং প্রবিধান সহ একটি উল্লেখযোগ্য পাবলিক সেক্টরের কল্পনা করেছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিশ্বাস করত যে যেহেতু বাজার অর্থনীতিতে পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়, তাই রাষ্ট্র ও সরকারি খাত অনিবার্যভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

স্বাধীনতার পর ভারত:

- 1947 সালে ভারত ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করার পর, অর্থনীতি পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ভারত কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার জন্য গিয়েছিল। পঞ্চবার্ষিক **পরিকল্পনা** যা সফলভাবে পূর্ববর্তী ইউএসএসআরকে রূপান্তরিত করেছিল উন্নয়নের একটি হাতিয়ার।
- ভারতীয় অর্থনীতির বিকাশের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হয় ১৯৭৪ **সালে**মূলত একটি কৃষিনির্ভর অর্থনীতি হওয়ায় সেচ সুবিধা তৈরি, বাঁধ নির্মাণ এবং অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। আধুনিক শিল্প, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, মহাকাশের উন্নয়ন এবং পারমাণবিক কর্মসূচী প্রতিষ্ঠাকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

- যাইহোক, অর্থনৈতিক ফ্রন্টে সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, মূলধন গঠনের অভাব, ঠান্ডা যুদ্ধের রাজনীতি, প্রতিরক্ষা ব্যয়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামোর কারণে দেশটি দ্রুত গতিতে বিকাশ করতে পারেনি।
- 1951 থেকে 1979 সাল পর্যন্ত, অর্থনীতি স্থির মূল্যে বছরে গড়ে প্রায় 3.1 শতাংশ হারে বা মাথাপিছু 1.0 শতাংশ বার্ষিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। **এই সময়ের মধ্যে, শিল্প বছরে গড়ে 4.5 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে কৃষির জন্য বার্ষিক গড় 3.0 শতাংশের তুলনায়।**

ভারতীয় অর্থনীতির বিবর্তন-স্বাধীনতার পর:

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা কমিশন গঠন

- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYPs)** ছিল **কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৃদ্ধির কর্মসূচি** । ইউএসএসআর-এর প্রেসিডেন্ট জোসেফ স্ট্যালিন 1920-এর দশকের শেষদিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন। ভারতও সমাজতান্ত্রিক পথ অনুসরণ করেছিল কিন্তু এখানে পরিকল্পনাটি ততটা ব্যাপক ছিল না কারণ দেশে সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাত ছিল। **ভারতে পরিকল্পনা ছিল শুধুমাত্র পাবলিক সেক্টর নিয়ে।** প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা 1951 সালে চালু করা হয়েছিল। ধারণাটি ছিল **বাজার শক্তির উপর ব্যয় ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের ব্যয়ের পরিকল্পনা করা।**

  ভারতের উন্নয়ন কৌশলের উদ্দেশ্য হল আত্মনির্ভরশীলতা , সামাজিক ন্যায়বিচার এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে **সমাজের একটি সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন প্রতিষ্ঠা করা ।** এই উদ্দেশ্যগুলি একটি মিশ্র অর্থনীতির প্রক্রিয়া ব্যবহার করে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অর্জন করা হয়েছিল যেখানে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই সহাবস্থান রয়েছে। **ভারত পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা শুরু করে।**

-
- **প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (1951-56)** লক্ষ্য ছিল প্রবৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়ানো এবং ঔপনিবেশিক শাসন থেকে অর্থনীতিকে পুনরুত্থিত করতে সহায়তা করা। এটি **হ্যারড-ডোমার মডেলের** উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল যা উচ্চতর সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। 2.1% লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে অর্থনীতি বার্ষিক 3.6% হারে বৃদ্ধির সাথে পরিকল্পনাটি সফল হয়েছিল।
- পরিকল্পনায় অতীতের সাথে আসল বিরতি আসে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (নেহেরু-মহলনোবিস প্ল্যান) দিয়ে। **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1956-61) ভারতের দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাগুলিকে আরও ভালভাবে পরিবেশন করার জন্য অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণের ভিত্তি স্থাপন করেছিল** । প্রফেসর মহলনোবিস কর্তৃক বর্ণিত শিল্পায়নের কৌশল ভারী শিল্পের বিকাশের উপর জোর দেয় এবং অর্থনীতিতে সরকারী খাতের জন্য একটি প্রভাবশালী ভূমিকা কল্পনা করে।
-

লাইসেন্স রাজের শুরু:

- একদিকে, **দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং শিল্প নীতি রেজোলিউশন 1956** (দীর্ঘকাল ধরে ভারতের অর্থনৈতিক সংবিধান হিসাবে বিবেচিত) পাবলিক সেক্টরের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং অন্যদিকে, এটি **লাইসেন্স রাজের সূচনা করেছিল।**
- শিল্প **নীতি রেজোলিউশন 1956** জাতীয় উদ্দেশ্য হিসাবে সমাজের একটি সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ন প্রতিষ্ঠা করে। **এটি শিল্পকে তিনটি গ্রুপে শ্রেণীবদ্ধ করেছে।**
- **মৌলিক এবং কৌশলগত গুরুত্বের শিল্পগুলি** একচেটিয়াভাবে পাবলিক সেক্টরে হতে হবে।
- **যে শিল্পগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন হতে হবে** ।
- **ভোক্তা শিল্প,** যা বেসরকারি খাতের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

বেসরকারি খাতকে অবশ্য লাইসেন্সের ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তভাবে আটকে রাখা হয়েছিল ।

লাইসেন্স রাজ: এটি 1951 এবং 1991 সালের মধ্যে ভারতে ভারতীয় ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধান এবং সহকারী আমলাতন্ত্রকে বোঝায়। **সরকার লাইসেন্সিং ব্যবস্থার অবলম্বন করেছিল যাতে এটি শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে শিল্পগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে। , 1951** । এর উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য অনুযায়ী শিল্প খাতকে, বিশেষ করে বেসরকারি খাতকে কাঙ্খিত দিকে নিয়ন্ত্রণ করা।

অর্থনৈতিক সমস্যা:

- ভারতীয় অর্থনীতিকে দ্রুত শিল্পায়ন করার জন্য, খামার খাত থেকে দূরে তহবিলের একটি বড় পুনঃবরাদ্দ করা হয়েছিল। **দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি ব্যয় প্রায় অর্ধেক 14%-এ নেমে এসেছে।** খাদ্য ঘাটতি আরও বেড়েছে, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে।
- **খাদ্যশস্য আমদানির ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গেছে** । অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের অত্যধিক সম্পৃক্ততার প্রশ্নে কখনও কখনও নেহরুর নীতির সমালোচনা করা হয়। [27] মে 1964- এ , নেহেরু মারা যান, কিন্তু, সমালোচনা সত্ত্বেও এবং পরবর্তী বছরগুলিতে, তিনি আধুনিকতাবাদী হিসাবে তার উত্তরাধিকারকে সিমেন্ট করেছিলেন।
- ১৯৬৪ সালের ৯ ই জুন **লাল বাহাদুর শাস্ত্রী** তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। **চীনের সঙ্গে যুদ্ধ ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতা প্রকাশ করে।** দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য ঘাটতি এবং মূল্যবৃদ্ধি তাকে নিশ্চিত করেছে যে ভারতকে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। তিনি **কৃষিতে নতুন করে ফোকাস করেছেন** , বেসরকারি উদ্যোগ এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য একটি বৃহত্তর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং **পূর্ববর্তী পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকাকে ছাঁটাই করেছেন।**

সবুজ বিপ্লব, অর্থনৈতিক বিপ্লবের দিকে একটি পরিবর্তন

- 1960-এর দশকে ভারত দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে ছিল এবং এটি খাদ্য নিরাপত্তায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য সহায়তা আমদানি, যার উপর দেশটি নির্ভরশীল ছিল, **ভারতের বৈদেশিক নীতি স্বায়ত্তশাসনকে আঘাত করতে শুরু করেছে।**

- এই সময়টি ছিল যখন **জেনেটিসিস্ট এমএস স্বামীনাথন, নরম্যান বোরলাগ** এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে , **গমের উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন বীজ** নিয়ে পা দিয়েছিলেন , যা **সবুজ বিপ্লব** নামে পরিচিত হয়েছিল ।

এমএস স্বামীনাথনও ভারতকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে একজন উকিল। তিনি পরিবেশগতভাবে টেকসই কৃষি, টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে চ্যাম্পিয়ন হন। **তিনি এটিকে "চিরসবুজ বিপ্লব"** বলেছেন ।

সমবায় আন্দোলন: অপারেশন ফ্লাড

- সবুজ বিপ্লবের সাফল্যের পর, শাস্ত্রী দুগ্ধ খাতের দিকে মনোযোগ দেন, বিশেষ করে গুজরাটের আনন্দে সমবায় আন্দোলনের দিকে, যার নেতৃত্বে আরেক দূরদর্শী **ভার্গিস কুরিয়েন।**
- **তিনি শ্বেত বিপ্লবের** সূচনা করে কাইরা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ইউনিয়ন লিমিটেডকে এর কাজ সম্প্রসারণে সহায়তা করেছিলেন । পরবর্তী বছরগুলিতে, সরকারের **অপারেশন ফ্লাডের** ফলে দুধের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- দুগ্ধ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পূর্ণরূপে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যা সারাদেশে 12 মিলিয়নেরও বেশি দুগ্ধ খামারিদের কাছে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, **কয়েক দশক পরে, আমুল, আনন্দের সমবায় কৃষকদের দ্বারা শুরু করা ব্র্যান্ড এখনও বাজারের শীর্ষস্থানীয়।**

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পরিবর্তে বার্ষিক পরিকল্পনা:

- **যেহেতু ভারতকে যুদ্ধে টেনে নেওয়া হয়েছিল** , এটি দীর্ঘ সময়ের জন্য সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার অবস্থানে ছিল না এবং এর ফলে 1966 থেকে 1969 সালের মধ্যে বার্ষিক পরিকল্পনাগুলিকে **সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।**
- **চীনের সাথে যুদ্ধ** , তৃতীয় পরিকল্পনার **নিম্ন-পরবর্তী প্রবৃদ্ধির ফলাফল এবং পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে অর্থায়নের জন্য পুঁজির অপসারণ** অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দিয়েছিল।
- **1966-67 মৌসুমে** গুরুত্বপূর্ণ বর্ষা বৃষ্টি আবারও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে , যা খাদ্য ঘাটতিকে আরও খারাপ করে এবং মুদ্রাস্ফীতিকে তীব্রভাবে বৃদ্ধি করে। খাদ্যশস্য আমদানি বা বিদেশী সাহায্য চাওয়ার ক্রমাগত প্রয়োজন **ভারতের রাজনৈতিক অর্থনীতির জন্য একটি গুরুতর ঝুঁকি তৈরি করেছে।**

ব্যাংক জাতীয়করণ:

- 1960 এর দশক ছিল এমন একটি দশক যা **ভারতের জন্য একাধিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিল।**
- **দুটি যুদ্ধ** জনসাধারণের জন্য কষ্টের কারণ হয়েছিল।
- **নেহেরু এবং শাস্ত্রীর** দ্রুত মৃত্যু রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল ।
- 1960 এর দশকে **দুটি খরাও** দেখা যায় , যার ফলে নেতিবাচক জিডিপি বৃদ্ধির হার এবং দ্বি-সংখ্যার মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
- 1964-65 সালে **বৈদেশিক মুদ্রাও হ্রাস পায় ।**

- **রুপির অবমূল্যায়ন** সাধারণ মূল্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করেছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে সরকার 1966 সালে রুপির মূল্য US ডলার প্রতি 4.76 থেকে 7.50/$ এ অবমূল্যায়িত করে। ভারতের অর্থপ্রদানের উল্লেখযোগ্য ভারসাম্য সংকট মোকাবেলায় এটি করা হয়েছিল। অবমূল্যায়নের লক্ষ্য ছিল বৈদেশিক মুদ্রায় সীমিত প্রবেশাধিকারের মধ্যে রপ্তানি বাড়ানো। পরিবর্তে, এটি মুদ্রাস্ফীতিকে ত্বরান্বিত করেছে এবং ব্যাপক সমালোচনা করেছে।

- প্রতিক্রিয়া হিসাবে, 14টি বেসরকারী ব্যাংক 20 জুলাই 1969-এ জাতীয়করণ করা হয়েছিল। এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য ছিল এমন সময়ে যখন বড় ব্যবসাগুলি ঋণ প্রবাহের একটি বড় অংশকে কোণঠাসা করে রেখেছিল তখন **কৃষিতে ব্যাংক ঋণ প্রদানকে ত্বরান্বিত করা ।**

ঋণে কৃষির অংশ 1951 সালে ছিল 2 শতাংশ এবং 1967 সালে অপরিবর্তিত ছিল। যেখানে, শিল্পের অংশ 1951 সালে 34 শতাংশ থেকে 1967 সালে 64.3 শতাংশে উন্নীত হয়।

ইতিবাচক (ব্যাংকের জাতীয়করণ):

- ব্যাংক জাতীয়করণ **কৃষি ঋণ বৃদ্ধি এবং অন্যান্য অগ্রাধিকার খাতে ঋণ প্রদানে সহায়তা করেছে।**
- ব্যাঙ্কগুলি গ্রামীণ এলাকায় শাখা খোলার জন্য তৈরি করায় **আর্থিক সঞ্চয় বেড়েছে ।**

নেতিবাচক (ব্যাংকের জাতীয়করণ):

- **রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত ঋণের** সিদ্ধান্ত ক্রনি পুঁজিবাদের দিকে পরিচালিত করে।
- এই ব্যাঙ্কগুলি প্রকল্পের মূল্যায়নে মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে তাদের রাজনৈতিক কর্তাদের খুশি করার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল।
- 2021 সালের মার্চ পর্যন্ত, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় মোট খারাপ ঋণের পরিমাণ ছিল 8.35 লক্ষ কোটি টাকা।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত কৌশলটি অনুমান করে যে একবার বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে, প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনগুলি নিশ্চিত করবে যে **বৃদ্ধির সুফল দরিদ্রদের কাছে পৌঁছে যাবে। কিন্তু সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে ' ট্রিকল ডাউন'** পদ্ধতির কার্যকারিতা এবং দারিদ্র্য দূর করার ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: লাইসেন্স রাজের সমাপ্তি

- ষষ্ঠ **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1980-85),** অর্থনীতির প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেয়।
- এর অর্থ ছিল **মূল্য নিয়ন্ত্রণ অপসারণ** , আর্থিক সংস্কারের সূচনা, সরকারী খাতের পুনর্গঠন, আমদানি শুল্ক হ্রাস, এবং **দেশীয় শিল্পের লাইসেন্স বাতিল করা** , বা অন্য কথায় **লাইসেন্স-রাজের অবসান।**

বৈষম্যের সমস্যা-জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক: অমর্ত্য সেনের কাজ

- ***অমর্ত্য সেন*** কল্যাণমূলক অর্থনীতিতে তার কাজের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত এবং সমাদৃত। তার বিশিষ্ট কাজ তাকে 1998 সালে অর্থনৈতিক বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দিয়েছে।

- **তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে মোট জাতীয় পণ্য জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করার জন্য যথেষ্ট নয়, একটি অনুসন্ধান যা জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক তৈরির** দিকে পরিচালিত করেছিল , এখন দেশগুলির কল্যাণের তুলনা করার জন্য সবচেয়ে প্রামাণিক উত্স।

রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অর্থনৈতিক নীতি:

- রাজীব গান্ধী অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছিলেন যদি ভারত **বিদেশী সাহায্য এবং ঋণের উপর নির্ভরতা** কমাতে চায় । **তিনি রাজনীতিবিদ ভিপি সিং, টেকনোক্র্যাট স্যাম পিত্রোদা এবং বাজার অর্থনীতিবিদ মন্টেক সিং আহলুওয়ালিয়ার** সমন্বয়ে একটি দল তৈরি করেছিলেন ।
- 1985-86 বাজেট **কোম্পানিগুলির জন্য প্রত্যক্ষ কর কমিয়েছে** এবং আয়করের জন্য ছাড়ের সীমা বাড়িয়েছে। **দেশে তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিকম বিপ্লবের সূচনা করার জন্য তিনি ব্যাপকভাবে কৃতিত্বের অধিকারী।**

একটি আইটি হাব হিসাবে ভারত:

- 1984 সালের দিকে আইটি শিল্পে কিছু অনুকূল পরিবর্তন দেখা যায় যখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন এবং আইটি সেক্টরের প্রতি সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন আনেন। তার **নতুন কম্পিউটার নীতি (NCP-1984)** হার্ডওয়্যার এবং সফ্টওয়্যারের উপর কম আমদানি শুল্কের একটি প্যাকেজ প্রস্তাব করেছে। **60% পর্যন্ত হ্রাস দেখা গেছে।**
- **সফ্টওয়্যার রপ্তানি অবশেষে একটি "ডিলাইসেন্সযুক্ত শিল্প" হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।** এর মানে হল যে রপ্তানিকারকরা এখন ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্সের জন্য যোগ্য হয়ে উঠেছে এবং শিল্প লাইসেন্স-পারমিট রাজ থেকে সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশী কোম্পানিগুলো এখন স্বায়ত্তশাসিত, রপ্তানি-নিবেদিত ইউনিট স্থাপনের অনুমতি পেয়েছে। বাজার মূল্যের চেয়ে কম খরচে অবকাঠামো প্রদানের জন্য **সফটওয়্যার পার্কের একটি চেইন স্থাপনের** জন্য একটি প্রকল্পও স্থাপন করা হয়েছিল । **এই নীতিগুলি অবশেষে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পকে আজকের মতো করে তুলেছে।**
- ভারতীয় **শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বমানের আইটি কর্মী বাহিনী তৈরি** করতে সুগম হয়েছে। ইংরেজি ভাষার ওপর জোর দেওয়াটাও আকর্ষণ বাড়ায়। এছাড়াও, সফ্টওয়্যার বিকাশ এবং পরিষেবাগুলির জন্য ভারতীয় আইটি সংস্থাগুলি দ্বারা অফার করা দামগুলিও খুব প্রতিযোগিতামূলক।

রাজস্ব ঘাটতি-ভারতীয় অর্থনীতি:

- উচ্চ রাজস্ব ঘাটতি সর্বদাই ভারতীয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য - সরকার তার আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করার ফলাফল। সরকারী ব্যয়ের বেশির ভাগই ধারের সুদের খরচ মেটাতে হয়; প্রতিরক্ষা পেনশন; খাদ্য, সার এবং জ্বালানী খরচ ভর্তুকি; এবং আবাসন, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার নির্দেশিত স্কিম।
- সরকারের মূলধনের একটি বড় অংশ নিজস্ব কোম্পানি ও হোল্ডিংয়ে আটকে আছে, যা বিক্রি করতে পারছে না। **ভারতীয় অর্থনীতি, এইভাবে, ভাল পুঁজি খারাপের পিছনে ছুটতে এবং সাহসী সংস্কার বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ইচ্ছার অভাবের কারণে ভুগছে।**

গোল্ডেন মুহূর্ত যা সমাজতান্ত্রিক ভারতের স্তম্ভগুলিকে নামিয়ে এনেছে:

- **ভারতের 1991 সালের অর্থনৈতিক সঙ্কটের** লক্ষণগুলি দীর্ঘদিন ধরে স্পষ্ট ছিল। দেশটিকে, প্রথমবারের মতো, **240 মিলিয়ন ডলারের ঋণ সুরক্ষিত করতে সেই বছরের 30 মে বিনিয়োগ ব্যাংক UBS-এর কাছে 20 টন সোনা বিক্রি করতে হয়েছিল।**
- সেই বিক্রির পর এটি আরও তিনবার সোনার প্রতিশ্রুতি দেয়, ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড এবং ব্যাঙ্ক অফ জাপান থেকে $400 মিলিয়ন ঋণ সুরক্ষিত করতে 46.8 মিলিয়ন টন হলুদ ধাতু শিপিং করে। **এই সমস্ত সোনা সেই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে পুনরায় কেনা হয়েছিল।**
- মনমোহন সিংয়ের অর্থমন্ত্রী হিসেবে নরসিমা রাও-এর নেতৃত্বাধীন সরকার 21 জুন 1991-এ দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং লাইসেন্স রাজ ভেঙে ফেলা সহ অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি ভেলা শুরু করে।
- **রুপির অবমূল্যায়ন** : 1 জুলাই 1991-এ, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রার মান 9% এবং তারপর মাত্র দুই দিন পরে 11% কমিয়ে দেয়। এটি করা হয়েছিল যখন ভারতীয় অর্থনীতি তার সবচেয়ে খারাপ সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ মাত্র তিন সপ্তাহের আমদানির জন্য অর্থ প্রদান করতে পারে।

একটি অবমূল্যায়ন সরকার এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি বাস্তব বিকল্প নয় কারণ বিনিময় হার বাজার দ্বারা নির্ধারিত হয়। মুদ্রার মান এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা ক্রমাঙ্কিত হয়।

পুনর্বন্টনমূলক অর্থনীতি-মনমোহন সিং সরকার:

- মনমোহন সিংয়ের সরকার ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে 200টি সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া জেলায় **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি স্কিম চালু করেছিল, যা পরে সমস্ত গ্রামীণ জেলাকে কভার করার জন্য প্রসারিত করা হয়েছিল।**
- এই স্কিমটির লক্ষ্য প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে **একটি আর্থিক বছরে** কমপক্ষে 100 দিনের নিশ্চিত মজুরি কর্মসংস্থান প্রদানের মাধ্যমে **জীবিকা নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা** যার প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যরা অদক্ষ কায়িক কাজ করতে স্বেচ্ছাসেবক।
- তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (মনমোহন সিং) এর 10 বছরের মেয়াদও **উচ্চ প্রবৃদ্ধির সময় ছিল (ডবল ডিজিটের প্রবৃদ্ধি রিপোর্ট করা হয়েছিল) এবং ঋণের হার নরম হওয়ায় অর্থনীতির সম্প্রসারণ হয়েছিল।**

স্টক মার্কেট ওয়াচডগস:

- **1992 সালের এপ্রিল মাসে, ভারতীয়রা ' স্টক মার্কেট কেলেঙ্কারী'** শব্দটির সাথে পরিচিত হয়েছিল যখন স্টক ব্রোকার 'বিগ বুল' হর্ষদ মেহতা তার কেনাকাটার অর্থের জন্য সরকারি বন্ড মার্কেট ব্যবহার করে ধরা পড়েছিলেন। এটি ছিল ₹4,025 কোটি টাকার কেলেঙ্কারী এবং এটি বর্তমানে বিদ্যমান হিসাবে **ভারতের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ডের উত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে।**
- এই এবং পরবর্তী **কেলেঙ্কারিগুলি নিয়ন্ত্রকদের স্ক্রু শক্ত করতে** , আরও স্বচ্ছতা আনতে এবং অবশেষে ভারতীয় বাজার সংস্কারের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পরিচালিত করেছিল।

সরকারি খাতে বিনিয়োগের বীজ:

- 1999-2000-এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে, তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা তার 1990-91 সালের বাজেটে একটি ধারণা নিয়েছিলেন - **সরকারী খাতের উদ্যোগে বিনিয়োগ এবং সরকারকে হ্রাস করা।**
- **এখনও অবধি, অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার যার একটি অংশ ছিল সিনহা একমাত্র সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানিগুলির প্রাইভেটাইজেশন** করেছে । 1999-2000 বাজেটের মাধ্যমে, সিনহা সুদের হারকেও যুক্তিযুক্ত করেছিলেন, হাউজিং বুমকে স্টোক করেছিলেন এবং ভারতের প্রবৃদ্ধির সূচনা করেছিলেন।
- পরবর্তীতে **মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে প্রথম ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স সরকারের (2004-2009)** নিরন্তর প্রসারিত সামাজিক খাতের বাজেট পরিচালনার জন্য সম্পদ বাড়ানোর সীমিত বিকল্প ছিল। মনমোহন সিং প্রাথমিক পাবলিক অফার বা সেকেন্ডারি ইস্যুগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্র-চালিত সংস্থাগুলির 5% থেকে 20% অংশীদারিত্ব বিক্রি করতে অবলম্বন করেছিলেন। **এখন পাবলিক শেয়ারহোল্ডারদের কাছে জবাবদিহি, রাষ্ট্র-চালিত সংস্থাগুলি কর্পোরেট শাসনের উন্নতি এবং খরচ-সচেতন হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করছে।**

দীপম: 2016-17 বাজেট বক্তৃতায় ডিসইনভেস্টমেন্ট বিভাগের নতুন নামকরণ এবং পুনর্গঠন ঘোষণা করা হয়েছিল। ফলো-আপ হিসাবে, ডিপার্টমেন্ট অফ ডিসইনভেস্টমেন্ট ডিপার্টমেন্ট **অফ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পাবলিক অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট বা 'ডিআইপিএএম'** হিসাবে পুনঃনামকরণ করা হয়েছে তবে এটি অর্থ মন্ত্রকের অধীনে কাজ করে চলেছে। **এটি কেন্দ্রীয় পাবলিক সেক্টরের উদ্যোগে (CPSU) বিনিয়োগ সহ ইক্যুইটিতে কেন্দ্রের বিনিয়োগের দক্ষ পরিচালনার** লক্ষ্যে ।

ভারতে বিনিয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হল:

1. সরকারের উপর অসুস্থ, লোকসানে থাকা PSUগুলির আর্থিক বোঝা কমাতে
2. পাবলিক ফাইন্যান্স উন্নত করতে
3. প্রতিযোগিতা এবং বাজার শৃঙ্খলা প্রবর্তন করা
4. প্রবৃদ্ধি, সামাজিক খাতের কল্যাণে অর্থায়ন করা
5. মালিকানার বৃহত্তর অংশকে উত্সাহিত করতে
6. অপ্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে অরাজনৈতিককরণ করা

BSE এর সেনসেক্স- ভারতীয় অর্থনীতির অবস্থার প্রতিফলন:

- ভারতীয় অর্থনীতির উত্থান বিএসই-এর সেনসেক্স, 30-শেয়ার বেঞ্চমার্ক সূচকে সবচেয়ে ভাল প্রতিফলিত হয়। 30টি কম্পোনেন্ট কোম্পানি অর্থনীতির সব সেক্টরের প্রতিনিধিত্ব করে। **1991 সালে 1,955.29 পয়েন্ট থেকে, যে বছর ভারত অর্থনৈতিক সংস্কারের সূচনা করেছিল, সেনসেক্স 2021 সালের অক্টোবরে 43-** এ সর্বকালের সর্বোচ্চ ছুঁয়েছিল, আশাবাদকে চালিত করে একটি বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে সরকারের কাছ থেকে বড়-টিকিট সংস্কারের প্রত্যাশায়।

ভারত, এখন পর্যন্ত নগদ-চালিত সোনা এবং রিয়েল এস্টেটের সাথে আচ্ছন্ন একটি দেশ, ধীরে ধীরে একটি আনুষ্ঠানিক এবং সংগঠিত ইক্যুইটি বাজারে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছে।

ভারতীয় কোম্পানি এবং বিদেশী অধিগ্রহণ:

- দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অর্থনৈতিক উদারীকরণের পর, 21 শতকের প্রথম দশক অশৃঙ্খল ভারতীয়দের সাক্ষ্য দেয়।
- এর চেয়েও ছোট **টাটা স্টিল 2007 সালে 13.1 বিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক কোম্পানি কোরাসকে অধিগ্রহণ করে** । আদিত্য বিড়লা গ্রুপের হিন্দালকো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড 2007 সালে আটলান্টা-ভিত্তিক নোভেলিসকে $6-বিলিয়ন ক্রয় করে। পরের বছর, টাটা মোটরস $2.3 বিলিয়নে জাগুয়ার-ল্যান্ড রোভার কিনেছিল। ভারতী এয়ারটেল 2010 সালে 10.7 বিলিয়ন ডলার খরচ করে জাইন আফ্রিকাকে কিনে নেয়। এটি বহু বিলিয়ন ডলার অধিগ্রহণের যুগ ছিল।

2008 বিশ্বব্যাপী আর্থিক সংকট: ভারতীয় অর্থনীতি

- 2004-05 থেকে 2007-08 পর্যন্ত চার বছরে রেকর্ড করা প্রায় দ্বিগুণ-অঙ্কের বৃদ্ধির হারও এমন একটি সময় ছিল যখন বৈশ্বিক অর্থনীতি একটি শীর্ষে উঠেছিল, 2004 থেকে 2007 ক্যালেন্ডার বছরগুলিতে গড়ে 4%-প্লাস বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- **2010 সাল থেকে বাণিজ্য তথ্য প্রস্তাব করে যে ভারত বিশ্বের তুলনায় ভাল করে** যখন পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে বিশ্ব রপ্তানি বাড়ছে৷
- এমন অনেক কারণ রয়েছে যা বিশ্বকে বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছে যে ভারত বিশ্বব্যাপী সমস্যা থেকে বেঁচে গেছে।
- 1991 সালে উদারীকরণের পরে ভারতে বাস্তবায়িত আর্থিক নীতিগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, ফিনান্স মন্ত্রক, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের মত **আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের** সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা আমাদের একটি **কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বাজার রয়েছে যদিও ভারতীয় বাজারগুলি বিদেশী খেলোয়াড়দের কাছে এক্সপোজার রয়েছে কিন্তু একই সময়ে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকির প্রতি কম দুর্বলতা রয়েছে।**
- বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ (FII) নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার (GOI) কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি **অংশগ্রহণমূলক নোট (P Notes) I** বিদেশী খেলোয়াড়রা তাদের বিনিয়োগ প্রত্যাহার করলে মন্দার সময় স্টক মার্কেটে পতন ঘটে, পি নোটস এটি পরীক্ষা করার মূল চাবিকাঠি। এই ধরনের অনেক নীতি GOI কে ভারতীয় বাজারকে শক্ত জাহাজ হিসাবে চালাতে সক্ষম করেছে। কিছু প্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক 1969 সালে জাতীয়করণ করা হয়েছিল; এটি উচ্চ নগদ থেকে রিজার্ভ অনুপাত (CRR), কঠোর ক্রেডিট নীতি এবং ঋণের হার নিয়ন্ত্রণের মতো কিছু নীতি বাধ্যতামূলক করতে GOI-কে সহায়তা করেছে। সাব প্রাইম বাবল ফেটে যাওয়ার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্দা শুরু হওয়ায় ব্যাঙ্কগুলির উপর এই নিয়ন্ত্রণ ভারতের জন্য একটি আশীর্বাদ হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে; এই পর্যায়ে, তাদের মুনাফা বাড়ানোর জন্য, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ হারে কম বিশ্বাসযোগ্য ঋণগ্রহীতাদের ঋণ দেওয়া শুরু করে। ভারতে, উপরের নীতিগুলি ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলিকে এই বিপত্তিতে পড়তে বাধা দেয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সমাপ্তি: একটি নীতি পরিবর্তন

- **পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা যা প্রায়শই নেহরুভিয়ান-সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হয় 2017 সালে 12 ত্ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার** সাথে শেষ হয় । 25 মে 2014-এ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার আট মাসের মধ্যে, নরেন্দ্র মোদী **পরিকল্পনা কমিশনকে NITI আয়োগ দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন। (এনআইটিআই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে,** মোদির সংক্ষিপ্ত শব্দের অনুরাগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে)।
- পরিকল্পনা কমিশন ছিল একটি সোভিয়েত-শৈলীর সংস্থা যা দেশের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করেছিল এবং প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি উপদেষ্টা ভূমিকা পালন করেছিল। NITI Aayog এখন সরকারের থিঙ্ক ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল প্রণয়ন করে এবং রাজ্যগুলির সাথে পরামর্শের পরে সেগুলিকে বছরভিত্তিক পরিকল্পনায় বিভক্ত করে।

কেন তাদের এখন প্রয়োজন নেই?

- **এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে ভারতের মতো বৈচিত্র্যময় এবং বড় একটি দেশের জন্য, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা তার এক-আকার-ফিট-সব পদ্ধতির** কারণে একটি বিন্দুর বাইরে কাজ করতে পারে না। **অধিকন্তু, যেহেতু পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত** হত , তাই এটি প্রায়শই তহবিল বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলি দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলিকে শাস্তি দেওয়ার একটি হাতিয়ার হিসাবে শেষ হয়।
- কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনায় **শীর্ষ থেকে নীচের পদ্ধতির** কারণে , এটি অনুভূত হয়েছিল যে রাজ্যগুলিকে তাদের ব্যয় পরিকল্পনায় আরও বেশি বলার প্রয়োজন ছিল। পরিকল্পনা **কমিশনকে রাজ্যগুলির উপর তার নির্দেশ আরোপ করতে দেখা গেছে** যারা তাদের কী এবং কতটা প্রয়োজন তা আরও ভালভাবে জানতে পারে।
- **নীতি আয়োগ:**
- NITI (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) আয়োগ হল ভারত সরকারের একটি পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক যা 1 জানুয়ারী, 2015-এ পরিকল্পনা কমিশনকে প্রতিস্থাপিত করেছে। এর লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় রাজ্যগুলিকে জড়িত করা। **এটি 'সর্বোচ্চ শাসন, ন্যূনতম সরকার** , সমবায় ফেডারেলিজমের চেতনাকে প্রতিধ্বনিত করার জন্য একটি 'নিচে-আপ' পদ্ধতিতে লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে । ভারতের প্রধানমন্ত্রী নীতি আয়োগের পদাধিকারবলে চেয়ারম্যান।

দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, 2016 (IBC) এর ভূমিকা

- **দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, 2016 ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দেউলিয়া সংস্কার** হিসাবে বিবেচিত হয় ।
- কর্পোরেট ব্যক্তি, অংশীদারি সংস্থা এবং ব্যক্তিদের পুনর্গঠন এবং দেউলিয়াত্বের সমাধানের জন্য এই ধরনের ব্যক্তিদের সম্পদের মূল্য সর্বাধিক করার জন্য **একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে** আইন করা হয়েছিল ।

- কোডটি ঋণদাতাদের জন্য একটি কোম্পানি থেকে ভুল প্রবর্তকদের বের করে দেওয়া এবং আর্থিকভাবে ভাল মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব করেছিল। IBC-এর সাফল্য প্রশ্নবিদ্ধ, তবে এটি প্রচারকারীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করেছে।
- যাইহোক, এখনও এমন ঘটনা রয়েছে যে প্রোমোটাররা পিছনের দরজা দিয়ে তাদের কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার চেষ্টা করছে এবং নীরব মোদী, বিজয় মাল্য এবং মেহুল চোকসি বড় ঋণ খেলাপি হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

নোটবন্দীকরণ (রাতারাতি নোট নিষিদ্ধ):

- ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটি 8 ই নভেম্বর 2016- এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির করা ঘোষণার মতো দীর্ঘস্থায়ী এবং বিস্তৃত প্রভাব ফেলেছিল **। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেছিলেন ₹500 এবং ₹1,000 টাকার নোট, মুদ্রার 85% যা মূল্য দ্বারা প্রচলন, আর বৈধ ছিল না (অবৈধ আইনি দরপত্র)।**

বিমুদ্রাকরণের ইতিবাচক প্রভাব:

- কর আদায় বৃদ্ধি
- কালো টাকা মোকাবিলা
- সন্ত্রাসবাদ, নকশালবাদ এবং পাচারের উপর প্রভাব
- ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি

পণ্য ও পরিষেবা কর (GST):

- **দেশের বৃহত্তম কর সংস্কারগুলির** মধ্যে একটি হিসাবে স্বীকৃত , পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) কেন্দ্র এবং রাজ্য যেমন আবগারি, ভ্যাট এবং পরিষেবা করের মতো অনেক পরোক্ষ করের অন্তর্ভুক্ত করে। **এটি দেশে বিক্রি হওয়া পণ্য এবং পরিষেবা উভয়ের উপর ধার্য করা হয়।**
- নরেন্দ্র মোদি সরকার তার এজেন্ডায় **ব্যবসা করার সহজতা উন্নত করেছে ।** এর অংশ হিসাবে, জুলাই 2017 সালে, এটি পণ্য ও পরিষেবা কর কার্যকর করেছিল।
- **ভারত এখন এমন কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি যেখানে পরোক্ষ কর আইন রয়েছে যা বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য কর আইনকে একীভূত করে।**
- অনেক দাঁতের সমস্যা থাকা সত্ত্বেও এবং কোম্পানিগুলি, বিশেষ করে ব্যবসায়ী এবং ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলির উপর সম্মতির বোঝা বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, **নতুন সিস্টেমটি রাজ্য জুড়ে করের বাধাগুলি সরিয়ে দিয়েছে এবং একটি একক সাধারণ বাজার তৈরি করেছে, যাতে সীমানায় ট্রাক থামানো ছাড়াই পণ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা যায়।** আন্তঃরাজ্য শুল্ক **পরিশোধের জন্য**

একটি নতুন ব্যবসায়িক মডেল হিসাবে স্টার্ট আপ:

- তরুণ উদ্যোক্তারা ডিজিটাল পেমেন্ট, অনলাইন রিটেইল, অন-ডিমান্ড ডেলিভারি, শিক্ষা, সফ্টওয়্যার এবং আরও অনেক কিছুতে আইডিয়া নিয়ে পরীক্ষা করতে চায় বলে ভারত জুড়ে প্রচুর **সংখ্যক স্টার্ট-আপ** দেখা দিয়েছে।

- ইউনিকর্নের সংখ্যা **, বা $1 বিলিয়ন মূল্যের নতুন ব্যবসাও** প্রতি বছর বেড়েছে। **স্টার্ট-আপের উত্থান দেবদূত এবং উদ্যোগের তহবিল, এবং ইনকিউবেটর এবং অ্যাক্সিলারেটরগুলির** একটি নতুন বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছে — সেইসাথে সমাজে খরচের নতুন ধরণ।

মেক ইন ইন্ডিয়া ইনিশিয়েটিভ:

- "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগটি **চারটি স্তম্ভের** উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যেগুলিকে ভারতে উদ্যোক্তাকে উত্সাহিত করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে, শুধুমাত্র উত্পাদন নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও।
- নতুন প্রক্রিয়া
- নতুন পরিকাঠামো
- নতুন সেক্টর
- নতুন মানসিকতা
- **মেক ইন ইন্ডিয়ার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল:**
- ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের প্রবৃদ্ধির হার বার্ষিক 12-14% বৃদ্ধি করা;
- 2022 সালের মধ্যে অর্থনীতিতে 100 মিলিয়ন অতিরিক্ত উত্পাদন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;
- 2022 সাল নাগাদ জিডিপিতে উৎপাদন খাতের অবদান 25%-এ উন্নীত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য (পরে 2025-এ সংশোধিত)।
- **মেক ইন ইন্ডিয়া ভারতকে 5 ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে** পরিণত করার ক্ষমতা রাখে ।

গুরুত্বপূর্ণ অর্জন:

1. **খাদ্য উৎপাদন** : খাদ্যশস্যে **"স্বয়ংসম্পূর্ণতা" অর্জন স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বড় অর্জন।** 1950 এবং 1960 এর দশকে খাদ্য সহায়তা প্রাপ্তি থেকে নেট রপ্তানিকারক হওয়া পর্যন্ত, ভারত খাদ্য উৎপাদনে একটি পরিবর্তন দেখেছে। মোট খাদ্য উৎপাদন, যা 1950 সালে 54.92 মিলিয়ন টন ছিল, 2020-21 সালে 305.44 মিলিয়ন টনে বেড়েছে।

   মহামারী দ্বিতীয় তরঙ্গ সত্ত্বেও, কৃষি বছরের 2021-22 (জুলাই-জুন) আনুমানিক খাদ্যশস্য উত্পাদন 2020-21 সালে রেকর্ড করা 310.74 মিলিয়ন টন এবং চলতি বছরের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে 1.71 শতাংশ বেশি।

2. **প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ: প্রাক-উদারীকৃত 'লাইসেন্স রাজ' ভারতে বিদেশী বিনিয়োগ সীমিত ছিল যদি না থাকে। 1948 সালে, ভারতে মোট বিদেশী বিনিয়োগ ছিল ₹ 256 কোটি টাকা। যাইহোক, 1991 সালের উদারীকরণের পর থেকে, এফডিআই ভারতের অর্থনৈতিক গল্পের গুঞ্জন হয়ে উঠেছে। 2020-21 সালে, ভারত সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগে রেকর্ড US$ 81.72 বিলিয়ন পেয়েছে। মোট দেশীয় পণ্য (GDP):** স্বাধীনতার সময় ভারতের GDP ছিল ₹ 2.7 লক্ষ কোটি। 74 বছর পরে, এটি ₹ 135.13 লক্ষ কোটিতে পৌঁছেছে। ব্যাঙ্ক অফ আমেরিকা অনুসারে ভারত এখন বিশ্বের 6 তম বৃহত্তম অর্থনীতি এবং 2031 সালের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম হওয়ার পথে। একটি অনস্বীকার্য সত্য যে 1991 সালে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে জিডিপিতে (স্থির মূল্যে) 10 গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

3. **মার্কিন ডলার থেকে রুপিতে** : একটি জনপ্রিয় 2013 ফরোয়ার্ডের বিপরীতে যেটি US $1 থেকে ₹1 পেগ করেছিল, 1947 সালে একটি US ডলার ছিল ₹3.30 এর সমান। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভারতের রুপি ইউকে পাউন্ড স্টার্লিং এর কাছে পেগ করা হয়েছিল, ইউএস ডলার নয়। **2022 সালের মার্চ মাসে, US $1 হল ₹ 76 এর সমান।**
4. **ফরেক্স:** ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিদেশী মুদ্রায় এবং সোনার মতো অন্যান্য সম্পদে) 1950-51 সালে সামান্য ₹ 1,029 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের কম বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু করতে অনুঘটক ভূমিকা পালন করেছে। 1991 সালে মাত্র $1.2 বিলিয়ন মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের সাথে, ভারতে মাত্র 3 সপ্তাহের আমদানির অর্থায়নের জন্য যথেষ্ট রিজার্ভ ছিল। সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার তিন দশক পর, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এখন দাঁড়িয়েছে $622 বিলিয়ন (মার্চ 2022) - বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম।
5. **ভারতীয় রেলওয়ে (রুটের দৈর্ঘ্য):** স্বাধীনতার প্রথম দিকে ভারত ইতিমধ্যেই একটি বৃহত্তম রেললাইনের অধিকারী ছিল। স্বাধীন ভারতে, ভারতীয় রেলওয়ে সমস্ত রেলগেজকে একত্রিত করা, রেললাইনের বিদ্যুতায়ন এবং উত্তর-পূর্ব ভারতকে মূল ভূখণ্ডের সাথে সংযুক্ত করার দিকে মনোনিবেশ করেছে। তাছাড়া, রেললাইন 14,000 কিলোমিটারের বেশি প্রসারিত হয়েছে, 2020 সালের মধ্যে রুটের দৈর্ঘ্য 67,956 কিলোমিটারে পৌঁছেছে।
6. **সড়কপথ (দৈর্ঘ্য):** গত 75 বছরে রাস্তাগুলি দ্রুত প্রসারিত হয়েছে। 1950 সালে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে মাত্র 0.4 মিলিয়ন কিলোমিটার সড়কপথ ছিল, যা 2021 সালে 6.4 মিলিয়ন কিলোমিটারে উন্নীত হয়েছে। এটি সড়কপথের মোট দৈর্ঘ্যের 16 গুণ বৃদ্ধি, যা ভারতের সড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে বিশ্ব।
7. **বিদ্যুতের অ্যাক্সেস (গ্রামীণ অঞ্চল):** গ্রামীণ ভারতকে বিদ্যুতের অ্যাক্সেস প্রদান করা ভারতের আর্থ-সামাজিক নীতিনির্ধারণের অন্যতম লক্ষ্য। বিদ্যুৎ মন্ত্রকের মতে, 1950 সালে মাত্র 3,061টি গ্রামে বিদ্যুতের অ্যাক্সেস ছিল। 2018 সালে, ভারত সরকার ঘোষণা করেছিল যে ভারতের সমস্ত গ্রাম - মোট 5,97,464টি - বিদ্যুতায়িত হয়েছে।

   একটি গ্রাম বিদ্যুতায়িত বলে বিবেচিত হয় যদি তার 10% বাড়ি এবং সমস্ত সরকারী ভবন গ্রিডের সাথে সংযুক্ত থাকে। তারপরও লাখ লাখ মানুষ বিদ্যুৎবিহীন জীবনযাপন করছে।

ভারতীয় অর্থনীতি: ভবিষ্যৎ প্রসপেক্টাস

- ভারত বিশ্বের **দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি** হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে এবং তার শক্তিশালী গণতন্ত্র এবং শক্তিশালী অংশীদারিত্বের দ্বারা সমর্থিত আগামী 10-15 বছরে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে একটি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- চীনের পরে ভারত **দ্বিতীয় দ্রুত বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি।** এটি অনুমান করা হয়েছে যে 2050 সালের মধ্যে, ভারতের অর্থনীতি হবে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম, চীনের পরেই।
- অভ্যন্তরীণ বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বাড়ছে, যা ভারতীয় অর্থনীতিকে সাহায্য করবে।
- ভারতের ইলেকট্রনিক রপ্তানি 2025-26 সালের মধ্যে 300 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে যা FY2021-22 রপ্তানির (ডিসেম্বর 2021 পর্যন্ত) 67 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রায় 40 গুণ হবে।

- **ভারত শক্তি উৎপাদনের জন্য পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎসের উপর জোর দিচ্ছে** । এটি 2030 সালের মধ্যে অ-ফসিল উত্স থেকে তার 40% শক্তি অর্জন করার পরিকল্পনা করছে, যা বর্তমানে 30% এবং 2022 সালের মধ্যে 175 গিগাওয়াট (GW) থেকে এর পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

  বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (BCG) এর রিপোর্ট অনুসারে, ভোক্তাদের আচরণ এবং ব্যয়ের ধরণে পরিবর্তনের কারণে 2025 সালের মধ্যে ভারত তৃতীয়-বৃহৎ ভোক্তা অর্থনীতি হবে বলে আশা করা হচ্ছে **কারণ এর খরচ তিনগুণ US$ 4 ট্রিলিয়ন হতে পারে।** *প্রাইসওয়াটারহাউসকুপারস-* এর একটি রিপোর্ট অনুসারে 2040 সালের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা সমতা (পিপিপি) এর ক্ষেত্রে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে।

উপসংহার:

- ভারত শুধুমাত্র আর্থিক সংকটের সময়ই নয়, সাম্প্রতিক মহামারীর সময়ও যে পুরো বিশ্ব অর্থনীতিকে ব্যাহত করেছে, সেই সময়েও বৃহত্তর প্রতিরোধ দেখিয়েছে **। এটি দ্রুততম পুনরুদ্ধার দেখানো দেশগুলির মধ্যে একটি** । সঙ্কটের সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির এই পুনরুদ্ধার তার দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে। এটি আমাদের অর্থনৈতিক নীতিগুলিকে আরও সূক্ষ্ম সুর করতে এবং বিভিন্ন কর্পোরেটের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সহায়তা করেছে।
- একবার **"তৃতীয় বিশ্বের দেশ" হিসাবে পরিচিত,** দরিদ্র উন্নয়নশীল জাতি-রাষ্ট্রগুলির জন্য একটি শব্দ যা এখন অব্যবহৃত হয়েছে, **ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে** । ভারতে যেতে এখনও অনেক পথ বাকি।